The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication



সর্বোচ্চ উড়োজাহাজ সরবরাহের পথে বোয়িং

- A Monitor Desk Report



ঢাকাঃ গত মাসে গ্রাহকদের ৫৫টি উড়োজাহাজ সরবরাহ করেছে বোয়িং। এ ধারা অব্যাহত থাকলে পুরো বছর মিলিয়ে ২০১৮ সালের পর সর্বাধিক বার্ষিক সরবরাহের রেকর্ড করতে পারে মার্কিন কোম্পানিটি।

সাম্প্রতিক মাসগুলোয় বোয়িংয়ের উৎপাদন ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হয়ে আসছে। এর কারণ হলো ক্রেতা চাহিদায় শীর্ষে থাকা ৭৩৭ ম্যাক্স মডেলের উৎপাদন বাডানোর দিকে নজর দিয়েছে এভিয়েশন জায়ান্টি।

বোয়িং জানিয়েছে, সরবরাহকৃত ৫৫ আকাশ্যানের ৪০টিই ছিল ৭৩৭ ম্যাক্স। এর মধ্যে ১০টি উড়োজাহাজ নিয়েছে ইউরোপীয় বাজেট ক্যারিয়ার রায়ানএয়ার। অন্যদের মধ্যে রয়েছে সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনস, ইউনাইটেড এয়ারলাইনস, চায়না সাউদার্ন ও লিজিং প্রতিষ্ঠান অ্যারক্যাপ।

চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) মোট ৪৪০টি উড়োজাহাজ সরবরাহ করেছে বোয়িং, যা ২০১৮ সালের একই সময়ে সরবরাহ করা ৫৬৮টির তুলনায় কম। ২০১৮ সালে পরপর ৫ মাসের মধ্যে দুটি ৭৩৭ ম্যাক্স দুর্ঘটনা কোম্পানির অবস্থানকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দী এয়ারবাস জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর নাগাদ গ্রাহকদের কাছে ৫০৭টি উড়োজাহাজ সরবরাহ করেছে।

বোয়িংয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কেলি অর্টবার্গ সেপ্টেম্বরে জানিয়েছেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ ৭৩৭ ম্যাক্স মডেলের উৎপাদন মাসে ৪২টিতে পৌছবে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে মাঝ আকাশে ডোর-প্লাগ খুলে যাওয়ার পর মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) মাসে ৩৮টি উড়োজাহাজ উৎপাদনের সীমা বেঁধে দেয়। নীতিগত সমন্বয়ের মাধ্যমে এখন নতুন লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বরে মোট ৪৮টি উড়োজাহাজের নিট ক্রয়াদেশ পেয়েছে বোয়িং। এ সময় বিক্রি হয়েছিল ৯৬টি, যেখানে কিছু হিসাব সমন্বয়ের পর নিট ক্রয়াদেশ নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে ৬৪টি ছিল ৭৮৭ ডিমলাইনার। সেখানে ৫০টির ক্রেতা ছিল টার্কিশ এয়ারলাইনস।

-B